



9245 - বহেশ হয়ে যাওয়ার কারণে ক'রোযা বাতলি হয়ে যাবে?

প্রশ্ন

যে লোক রোযা রখে বহেশ হয়ে গছেনে তার রোযা ক'বাতলি হয়ে যাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইমাম শাফয়ে ও ইমাম আহমাদরে মাযহাবে যে ব্যক্তি রমযান মাসে বহেশ হয়ে গছেনে তার অবস্থা দুটোর একটা থেকে মুক্ত নয়:

প্রথমত:

সারাদনি বহেশ অবস্থায় থাকা। অর্থাৎ ফজররে আগে বহেশ হওয়া এবং সূর্য ডোবার পরে পর্যন্ত বহেশ থাকা।

এমন ব্যক্তির রোযা শুদ্ধ নয়। তাকে রমযানরে পরে এই রোযাটির কাযা পালন করতে হবে।

তার রোযা শুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে দলিল হলো: রোযা হচ্ছে নিয়তরে সাথে রোযা-ভঙ্গকারী- বমিযাবলী থেকে বরিত থাকা। যহেতে আল্লাহ তাআলা হাদসি কুদসীতে রোযাদার সম্পর্কে বলছেনে: “সে আমার কারণে তার খাদ্য, পানীয় ও যটন চাহদিককে ত্যাগ করে” [সহি বুখারী (১৮৯৪) ও সহি মুসলিম (১১৫১)] এখানে বর্জন করাকে রোযাদাররে দকি সম্বন্ধ করা হয়েছে। বহেশ ব্যক্তির বর্জনকে তার দকি সম্বন্ধতি করা যায় না।

আর কাযা আবশ্যক হওয়ার পক্ষে দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর কটে অসুস্থ থাকলে ক'বি সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

দ্বিতীয়ত:

দবিসরে কিছু সময়- এমনকি এক মূহুর্তরে জন্য হলেও- হুশ ফরি পাওয়া। এমন ব্যক্তির রোযা শুদ্ধ হবে। চাই সে ব্যক্তি দবিসরে প্রথম ভাগে, ক'বি শেষভাগে ক'বি মধ্যভাগে হুশ ফরি পাক।

নববী (রহঃ) এ মাসয়ালায় আলমেদরে মতভদে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:



সর্বাধিক সঠিক অভিমত হলো: এর কিছু অংশে হুশ ফরিতে পাওয়া শরত।[সমাপ্ত]

অর্থাৎ বহুশ ব্যক্তির রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য দবিসরে কিছু অংশে হুশ ফরিতে পাওয়া শরত।

এ অবস্থায় তার রোযা শুদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল হলো: যদি দবিসরে কিছু অংশে সে হুশ ফরিতে পায় তাহলে মটেরে উপর রোযা ভঙ্গকারী বিষয়াবলী থেকে তার বরিত থাকা পাওয়া যায়।

[দখুন: হাশিয়াতু ইবনে কাসমে আলা রওয়লি মুরব (৩/৩৮১)]

উত্তরে সারাংশ:

কোন ব্যক্তির যদি সারাদিন বহুশ অবস্থায় কাটে- ফজরের উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত- তার রোযা শুদ্ধ হবে না; কাযা পালন করা তার উপর ওয়াজবি হবে।

আর যদি দবিসরে কিছু অংশে হুশ ফরিতে পায় তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে। এটি ইমাম শাফয়ে ও ইমাম আহমাদরে অভিমত। শাইখ ইবনে উছাইমীন এই অভিমতটিকে নরিবাচন করছেন।

দখুন: আল-মাজমু (৬/৩৪৬), আল-মুগনী (৪/৩৪৪) এবং আল-শারহুল মুমত (৬/৩৬৫)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।